১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

1

আপনি আবার শুরু করতে পারেন।

2

(ভিডিওঃ ১০ সেকেণ্ড) ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে একজন খ্রীষ্টিয়ান প্রচারক মস্কোর ক্রেমলিন মিলানায়তনে সভা চালিয়েছিলেন।এক দিন সভাশেষে তিনি যখন তার ছোট অফিসে এসে বসলেন, হঠাৎ করে দরজা খুলে গেল।

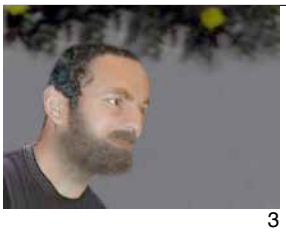
3

রুক্ষ চেহারার এক যুবক উসকো খুসকো দাড়ি ক্রোধান্বিত চেহারায় রুমের ভেতর ঢুকল। মনে হচ্ছিল সে তাকে আক্রমন করবে, প্রচারক পিছনে সরে গেলেন। তাঁর রুশ ভাষার অনুবাদক মাঝে এসে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি হাত নাড়িয়ে রুশ ভাষায় অনরগল ভাবে বলতে শুরু করল। অনুবাদক ব্যাখ্যা করে বললেন যে লোকটি মস্কোর খারাপ লোকদের মধ্যে এক জন। সে আঠাশবার জেল হাজতে গিয়েছে।

অপরাধ বোধ এবং নিরাশা তার ভবিষৎকে অন্ধকার করে রেখেছে, সে একটু শান্তি চান।

প্রচারক, শান্ত ভাবে ১যোহন ১ঃ৯ পদ পড়লেনঃ

"যদি আমরা আপন আপন পাপ স্কীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন।"

তিনি এ অস্থিরচিত্ত লোকটিকে সেই ক্রুশের উপরে লোকটির কাহিনী বললেন যে ক্ষমা পেয়েছিল। তিনি তাকে আশা দিয়ে বললেন, "যীশু, আজকেও ত্রাণকর্ত্তা। তিনি ক্ষমা প্রদান করেন। তিনি মুক্তি দান করেন। তিনি পরিত্রাণ করেন। এটি গ্রহন কর! এতে উল্লাস কর! এর জন্য ঈশ্বরের গৌরব কর।"

চোখের জল তার গাল বেঁয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল, অপরাধী রুশ যুবক নত জানু হ'ল এবং ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা যাঞ্ছা করল।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

4

প্রায় এক বৎসর পর প্রচারক মস্কোতে বেড়াতে গেলেন ।তিনি যখন বিশ্বাসীদের সঙ্গে নূতন একটি মণ্ডণীতে ঈশ্বরের প্রসংসা করছিলেন তিনি লক্ষ করলেন, সে অপরাধী লোকটি গায়ক দলের মধ্যে গান গাইছে।

5

প্রাক্তন অপরাধীর মুখমণ্ডলে এক নূতন শান্তির ছবি প্রকাশিত হচ্ছিল।
লোকটি আনন্দের রশ্মি বিকিরণ করছিল। সে যীশুকে গ্রহন করেছে।
বাইবেলের শিক্ষা তার জীবনকে রূপান্তরীত করেছে এবং যীশুকে অনুসরণ করার জন্য বাপ্তিস্ম গ্রহন করেছে।
বাইবেলের বাপ্তিস্ম হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগ্রহে রুপান্তরীত জীবনের নিদর্শন। বাপ্তিস্ম হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টেতে নূতন জীবনের স্বাক্ষ।
বাপ্তিস্ম পরিবর্তিত জীবনের কথা বলে।
খ্রীষ্টেতে পরিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিশালী নাটকীয় ঘটনা হচ্ছে শৌলের গল্প, যে পরবর্তিতে প্রেরিত পৌল হয়েছেন।

6

যদিও শৌল জন্ম সুত্রে রোমীয় ছিল এবং যিরুশালেমে শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহন করে ছিল ।শৌল যিহুদী ধর্মের জন্য গর্বিত ছিল এবং তাদের বিশ্বাস রক্ষার জন্য অত্যাচারীরূপে পরিচিত ছিল,

7

পরবর্তি কালে তার নাম শৌল পরিবর্তন করে পৌল হয়েছিল, -তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন যে খ্রীষ্টিয়ানদের ধ্বংশ করার জন্য কি করেছেন।

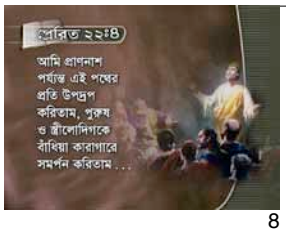

8

(পদঃ প্রেরিত ২২:৪,৫)"আমি প্রাণনাশ পর্য্যন্ত এই পথের প্রতি উপদ্রপ করিতাম, পুরুষ ও স্ত্রীলোদিগকে বাঁধিয়া কারাগারে সমর্পন করিতাম . . .

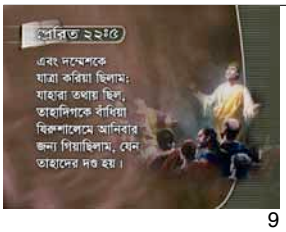

9

এবং দম্মেশকে যাত্রা করিয়া ছিলাম; যাহারা তথায় ছিল, তাহাদিগকে বাঁধিয়া যিরুশালেমে আনিবার জন্য গিয়াছিলাম, যেন তাহাদের দণ্ড হয়। প্রেরিত ২২ঃ৫,৬।

10

তিনি যখন দম্মেশকের দিগে যাচ্ছিলেন, একটি উজ্জ্বল আলো এসে তাকে আঘাত করল এবং তিনি ভূমিতে পরে গেলেন।

11

(পদঃ প্রেরিত ২২ঃ৭,৮)
তিনি একটি স্বর শুনলেন, " . . . শৌল, শোল, কেন আমাকে তাড়ানা করিতেছে?"

12

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "প্রভু আপনি কে?" এবং সে স্বর উত্তরে বলল,

13

'আমি নাসরতীয় যীশু, যাঁহাকে তুমি তাড়না করিতেছ।"প্রেরিক ২২ঃ৭,৮

14

(পদঃ প্রেরিত ২২ঃ১০)
গর্বিত ফরিশি নম্রভাবে বলল, "প্রভু আমি কি করিব?' প্রভু কহিলেন, 'উঠিয়া দম্মেশকে যাও,

15

তোমাকে যাহা যাহা করিতে হইবে বলিয়া নিরূপিত আছে, সে সমস্ত সেখানেই তোমাকে বলা যাইবে।"প্রেরিত ২২ঃ১০।

16

শৌল উজ্জ্বল আলোতে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তাকে দম্মেশকের এক গৃহে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

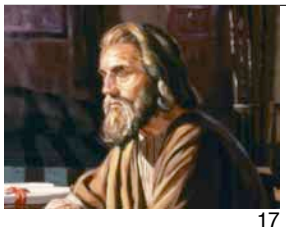

17

সেখানে শৌল তিন দিন চিন্তা করার সময় পেল, কি করে সে ঈশ্বরের লোকদের তাড়না করেছে, দুঃখ দিয়েছে, এবং সেই সময় সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, যীশু মোশিহ নয়, এবং তাঁর অনুসারীগণ হচ্ছে ধর্ম উম্মাদ।

ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা স্বাক্ষ দিয়ে দোষারূপ করে জগৎতের ত্রাণকর্ত্তার বিরুদ্ধাচারণ করেছি! শৌলের হৃদয়ে কি এক চেতনার অনুভূতি এসেছিল।

শৌল সদাপ্রভুর সঙ্গে তার সম্পর্ক করল।

18

সে তিন দিন সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে বসেছিল, তার পর ঈশ্বর অননিয় নামক এক জন ভাববাদীকে তার কাছে পাঠালেন।অননিয় শৌলকে বলল,

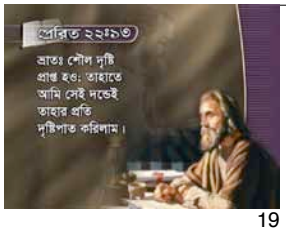

19

(পদঃ প্রেরিত ২২ঃ১৩–১৫)

“ভ্রাতঃ শৌল দৃষ্টি প্রাপ্ত হও; তাহাতে আমি সেই দণ্ডেই তাহার প্রতি দৃষ্টি পাত করিলাম।

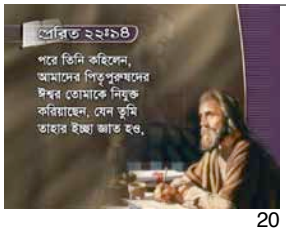

20

পরে তিনি কহিলেন, ‘আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, যেন তুমি তাহার ইচ্ছা জ্ঞাত হও,

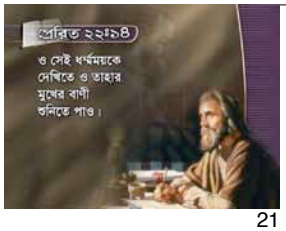

21

ও সেই ধর্ম্মময়কে দেখিতে ও তাহার মুখের বাণী শুনিতে পাও।

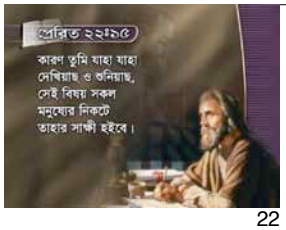

22

কারণ তুমি যাহা যাহা দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ, সেই বিষয় সকল মনুষ্যের নিকটে তাহার সাক্ষী হইবে।

প্রেরিত ২২ঃ১৩-১৫।

তার পর শৌলের প্রতি সম্মুখে অগ্রসর হবার আদেশ হল, এবং পিছনের জীবনের দরজা রুদ্ধ হয়ে গেল।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

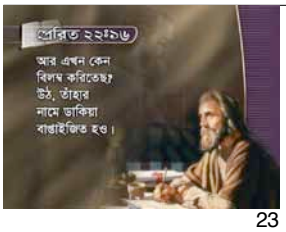

23

(পদঃ প্রেরিত ২২ঃ১৬)অননিয় শৌলকে বলল, "আর এখন কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠ, তাঁহার নামে ডাকিয়া বাপ্তাইজিত হও।

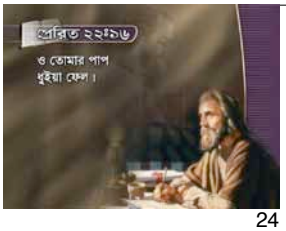

24

ও তোমার পাপ ধুইয়া ফেল ।প্রেরিত ২২ঃ১৬।

25

এ ভাবেই শৌল সারা জীবনের তরে তার প্রভুর কাছে নিযুক্ত হয়ে গেল। বাপ্তিস্ম ছিল শৌলের নূতন জীবনের প্রবেশ পথ।
শৌল তার ধর্মের নামে যে জঘন্য পাপ করেছিল, তা ধুয়ে পরিস্কার হওয়া তার প্রয়োজন ছিল।
তার ধৌত হওয়া প্রয়োজন ছিল। সে জানত ঈশ্বরের আশ্চর্য্য অনুগ্রহ এবং পাপের ক্ষমা তার প্রয়োজন আছে।

26

সে যখন বাপ্তিস্ম নিয়েছিল, সে জানত ঈশ্বর তার পাপ ক্ষমা করেছেন। এবং অত্যাচারী শৌল পৌল হয়ে গেলেন, তিনি সারা জীবন যীশুর জন্য উৎদীপ্ত হলেন।

27

আপনি কি কখনো চেয়েছেন যে আপনি আবার নূতন করে শুরু করবেন, বিগত জীবনের সব ভুল ভ্রান্তি ধুয়ে মুছে ফেলে দেবেন?

28

(ভিডিওঃ ৪ সেকেণ্ড)
ঈশ্বর জানতেন আমাদের সকলের এরূপ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে সে জন্যই তিনি বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন যেন আমরা এর মাধ্যমে যীশুতে নূতন জীবন শুরু করি।
পাপের মৃত্যু স্বরূপ এর থেকে আর সুন্দর নিদর্শন কী হতে পারে? জলে নিমজ্জিত হয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহন অপেক্ষা নূতন জীবন শুরু করার কি এক অপরূপ আদর্শ?

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

29

খ্রীষ্টিয় অবগাহনের প্রবক্তা হচ্ছেন যোহন বাপ্তাইজক, যিনি ছিলেন একজন ভাববাদী, তিনি সাহসীকতার সঙ্গে যিহুদীয়া প্রান্তরে, পর্ব্বতে মন পরিবর্তনের জন্য প্রচার করেছিলেন।যর্দন নদীর সমস্ত পথ জুড়ে জনতা তার কথা শুনতে যেত।

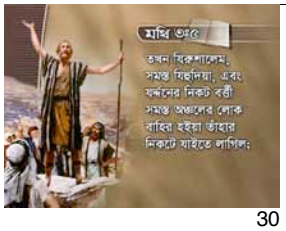

30

(পদঃ মথি ৩ঃ৫,৬)
বাইবেল বলেঃ "তখন যিরুশালেম, সমস্ত যিহুদিয়া, এবং যর্দ্দনের নিকট বর্ত্তী সমস্ত অঞ্চলের লোক বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিল;

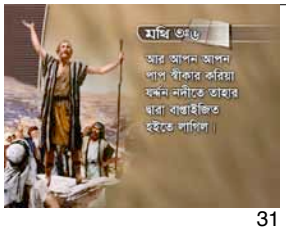

31

আর আপন আপন পাপ স্বীকার করিয়া যর্দ্দন নদীতে তাহার দ্বারা বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল।
মথি ৩ঃ৫,৬

32

তাঁর মিস্ত্রী কাজের দরজা বন্ধ করে মাকে বিদায় জানিয়ে যীশু যর্দ্দনের দিগে অগ্রসর হলেন। যোহন যখনই যীশুকে দেখতে পেলেন, তিনি তাকে চিনতে পেরেছিলেন, এবং তার প্রচার বন্দ্ধ হয়ে গেল।

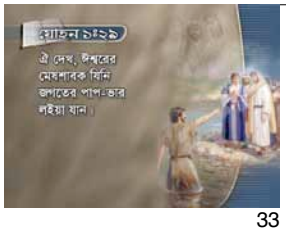

33

(পদঃ যোহন ১ঃ২৯)যীশুকে দেখিয়ে তিনি, বলেছিলেন, "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক যিনি জগতের পাপ-ভার লইয়া যান।" যোহন ১ঃ২৯।

34

যোহন যজ্ঞের প্রকৃত মেষশাবককে চিনতে পেরেছিলন, যিনি তাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করবেন যারা তার যজ্ঞকে গ্রহন করবে। যীশু যখন তাকে বাপ্তিস্ম দেবার জন্য বলেছিলেন, যোহন দ্বিধা করেছিলেন।

35

(পদঃ মথি ৩ঃ১৪)
তিনি বলেছিলেন, "আপনার দ্বারা আমারই বাপ্তাইজিত হওয়া আবশ্যক।" মথি ৩ঃ১৪।

36

(পদঃ মথি ৩ঃ১৫)
কিন্তু যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, এখন সম্মত হও, কেননা এইরূপ ধার্ম্মিকতা সাধন করা আমাদের পক্ষে উপযুক্ত।
যোহন অনুভব করেছিলেন যে যীশুর স্বীকার করার মত কোন পাপে নাই।
আর যীশুর নিশ্চয়ই তাঁর নিজের পুনুরুত্থানের প্রতি বিশ্বাসের পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না!

37

যীশু বাপ্তিস্ম দিতে বলেছিলেন কারণ তিনি মানুষের সঙ্গে নিজেকে গনণা করতে চেয়েছিলেন।তিনি আমাদের অনুকরণের জন্য একটি পূর্ণ আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। সুতরায় যোহন যীশুকে যর্দ্দন নদীতে নিমজ্জীত করে বাপ্তিম প্রদান করলেন।

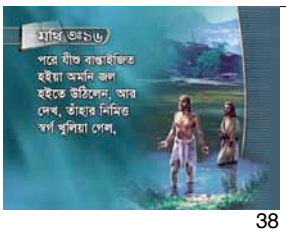

38

(পদঃ মথি ৩ঃ১৬, ১৭)
বাইবেল বলে, "পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া অমনি জল হইতে উঠিলেন, আর দেখ, তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া গেল,

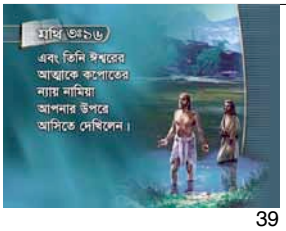

39

এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপরে আসিতে দেখিলেন।

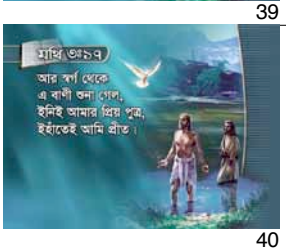

40

আর স্বর্গ থেকে এ বাণী শুনা গেল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত।
মথি ৩ঃ১৬,১৭।
ঈশ্বরের আত্মা উৎসাহের বাণীসহ কপোতের ন্যায় নামিয়া আসিলেন, তিনি আরো একটি কাজ করেছিলেন।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

41

যীশু যখন জল থেকে হেঁটে যর্দ্দনের তীরে ভিজা কাপড়ে এসে মাটিতে দাঁড়ালেন, ঈশ্বর
জনসম্মুখে তাঁর পুত্রকে অভিষিক্ত ব্যক্তি রূপে ঘোষণা করলেন। খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম ছিল, তাঁর প্রকাশ্য কার্য্যের আরম্ভ; কারণ পিতর বলেছেন,ঃ

42

(পদঃ প্রেরিত ১০ঃ৩৮)
“ফলতঃ নাসরতীয় যীশুর কথা, কিরূপে ঈশ্বর তাঁহাকে পবিত্র আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিষেক করিয়াছিলেনঃ

43

তিনি হিতকার্য্য করিয়া বেড়াইতেন, এবং দিয়াবল কর্ত্তৃক প্রপীড়িত সকল লোককে সুস্থ করিতেন; কারণ ঈশ্বর তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন।” প্রেরিত ১০ঃ৩৮ ।যীশু নিজে কখনও বাপ্তিস্ম দেননি, কিন্তু বাইবেল বলে, যে তাঁর শিষ্যগণ দিয়েছিল।

44

(পদঃ যোহন ৪ঃ১,২)
“প্রভু যখন জানিলেন যে, ফরাশীরা শুনিয়াছে, যীশু যোহন হইতে অধিক শিষ্য করেন,

45

কিন্তু যীশু নিজে বাপ্তাইজ করিতেন না, তাঁহার শিষ্যগণই করিতেন।
যোহন ৪ঃ১,২
এবং লক্ষ করুন, যীশুর স্বর্গারোহণের পূর্বে শেষ আদেশ ছিলঃ

46

(পদঃ মথি ২৮ঃ১৯,২০)
“অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর;

47

আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। মথি ২৮ঃ১৯,২০।

48

হয়তো আপনারা চিন্তা করছেন, যীশু চলে যাবার পর তাঁর শিষ্যগণ কি রূপে বাপ্তিস্ম প্রদান করতেন।সন্দেহ নেই যে, তারা যীশুর আদর্শই অনুসরণ করত, কারণ তারা তো তাঁর শিষ্য ছিল।

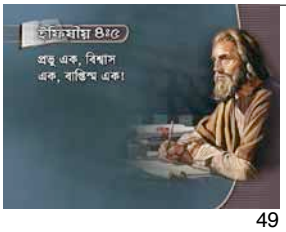

49

(পদঃ ইফিষীয় ৪ঃ৫)
পৌল, যীশুর একজন অত্যুৎসাহী অনুগামী বলেছেন, "প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক!"
ইফিষীয় ৪ঃ৫

50

ক্রুশের পরে অনুষ্ঠিত বাপ্তিস্ম সম্পর্কে বিষদ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রেরিত পুস্তকে––যা প্রচারক ফিলিপ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

51

ফিলিপ ঘসার পথে রাণী কান্দাসের ইথিয়পিয়ান কোষাধক্ষ্যকে যীরূশালেম মন্দিরে যেতে দেখিলেন।

52

এখন তিনি তার বাড়ীর অখিমুখে, তিনি তার রথে বসে পান্ডুলিপি পড়ছিলেন।ফিলিপ দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

53

(পদঃ প্রেরিত ৮ঃ৩০,৩১)
"... আপনি যাহা পাঠ করিতেছেন, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন?"
কোষাধ্যক্ষ উত্তর দিল,

54

"কেহ আমাকে বুঝাইয়া না দিলে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব?"

55

তার পর তিনি ফিলিপকে তাঁর রথে উঠার জন্য আহবান জানালেন।
ফিলিপ দেখলেন যে সে ব্যক্তি যিশাইয় ৫৩ অধ্যায় পাঠ করছিলেন।
ইথিপীয় ফিলিপকে ব্যাখ্যা করে বলতে বললেন, অধ্যায়টি যীশুর জীবন এবং মোশিহের ক্রুশারোপনের বর্ণনা করে।

56

(পদঃ প্রেরিত ৮ঃ৩৫)
বাইবেল বলে, "তখন ফিলিপ মুখ খুলিয়া শাস্ত্রের সেই বচন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার কাছে যীশু বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করিলেন।" প্রেরিত ৮ঃ৩৫।

57

ঝাকুনীপূর্ণ রথে, সে কি এক আশ্চয্য রকম বাইবেল শিক্ষা!
ফিলিপ শুধু যীশু সম্পর্কে তার কাছে বলেননি, অবশ্যই তিনি বাপ্তিস্মের তাৎপর্য্য সমন্ধে বলেছিলেন, কারণ বাইবেল বলে তারা যখন একটি জলাশয়ের কাছে পৌঁছালেন, ইথিয়পীয় ফিলিপকে বললেন,

58

(পদঃ প্রেরিত ৮ঃ৩৬, ৩৭)
"এই দেখুন, জল আছে; আমার বাপ্তাইজিত হইবার বাধা কি? প্রেরিত ৮ঃ৩৬।

59

ফিলিপ উত্তর দিলেন, "আপনি যদি সম্পূর্ণ হৃদয়ে বিশ্বাস করেন, তা হলে সম্ভব,

60

ইথিয়পীয় উত্তর দিলেন, "আমি বিশ্বাস করি যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র।" পদঃ ৩৭।

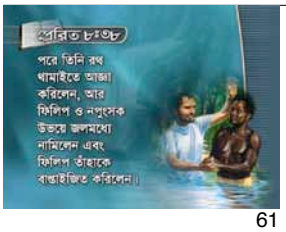

61

(পদঃ প্রেরিত ৮ঃ৩৮)
"পরে তিনি রথ থামাইতে আজ্ঞা করিলেন, আর ফিলিপ ও নপুংসক উভয়ে জলমধ্যে নামিলেন এবং ফিলিপ তাঁহাকে বাপ্তাইজিত করিলেন।"
প্রেরিত ৮ঃ৩৮
পিলিপ ইথিয়পীয় কোষাধ্যক্ষ্যকে জলে নিমজ্জিত করে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, যেমন যোহন যীশুকে দিয়েছিলেন।

62

(পদঃ প্রেরিত ৮ঃ৩৯)
"আর যখন তাঁহারা জলের মধ্য হইতে উঠিলেন, তখন প্রভুর আত্মা ফিলিপকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন,

63

... ফলে তিনি আনন্দ করিতে করিতে আপন পথে চলিয়া গেলেন।
পেরিত ৮ঃ৩৯

64

আর এ ধরণের ঘটনাই ঘটে যখন আমরা আমাদের, পুরাতন জীবনের পাপ কবর দেই এবং খ্রীষ্টতে নূতন জীবন শুরু করি। সম্পূর্ণরূপে জলে নিমজ্জিত করে বাপ্তিস্ম দেওয়া প্রাথমিক খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর প্রথা ছিল।

65

এমন কি এ ধরনের বাপ্তিস্ম ছাড়া আর অন্য কোন ধরনের বাপ্তিস্মের কথা নূতন নিয়মে উল্লেখ নেই। মণ্ডলীতে প্রথম শতাব্দিতে তৈরী বাপ্তিস্ম দানের জন্য চৌবাচ্চার ছবি এখানে দেওয়া আছে।প্রাথমিক মণ্ডীলর ইতিহাসবেত্তাগণ এবং ভূ-তত্ত্ববিদদের অনুসন্ধানপ্রাপ্ত চৌবাচ্চার

66

তত্ত্ব জানায় যে দ্বাদশ ও একাদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করেই বাপ্তিস্ম দেওয়া হতো।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

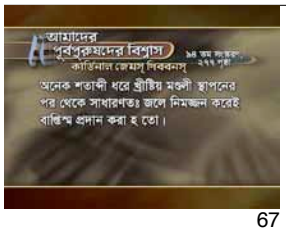

67

কার্ডিনাল জেমস্ গিববনস্ ঃ অনেক শতাব্দী ধরে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী স্থাপনের পর থেকে সাধারণতঃ জলে নিমজ্জন করেই বাপ্তিস্ম প্রদান করা হ'তো।

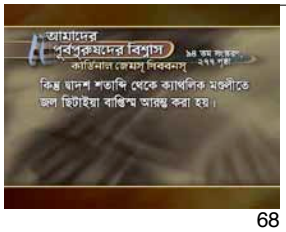

68

কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দি থেকে ক্যাথলিক মণ্ডলীতে জল ছিটাইয়া বাপ্তিস্ম আরম্ভ করা হয়।

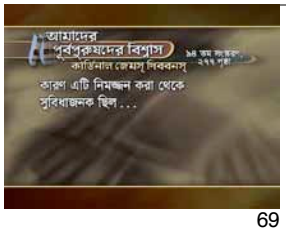

69

কারণ এটি নিমজ্জন করা থেকে সুবিধাজনক ছিল...।

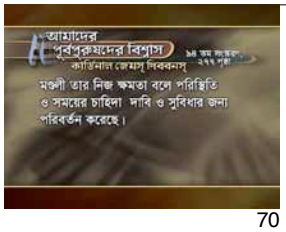

70

মণ্ডলী তার নিজ ক্ষমতা বলে পরিস্থিতি ও সময়ের চাহিদা দাবি ও সুবিধার জন্য পরিবর্তন করেছে।দ্যা ফেইথ অব আওয়ার ফাদার, ৯৪ তম সংস্করণ, ২৭৭ পৃষ্ঠা।

71

অনেক পর্য্যটকগণ সাধু যোহনের গির্জা দেখতে যান, এটি তুরস্কের ধংশপ্রাপ্ত বাইবেলের নগরী ইফিষীয়তে অবস্থিত।

এ গির্জাটি শিষ্য যোহনের স্মরণে তৈরী করা হয়েছিল। এখানে বাপ্তিস্মদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। গেলাকার, এটির ব্যাস ছিল প্রায় বার ফুট এবং চার ফুট গভীর এবং নামার জন্য সামনের দু'পাশ দিয়ে সিড়ি ছিল।

72

অধিকাংশ লোকে ইটালির ক্যাথিড্রাল অব পিসার সম্মুখে অবস্থিত পুরাতন ঘণ্টার চূড়ার কথা শুনেছেন। যাকে পিসার হেলানো চূড়া বলে।

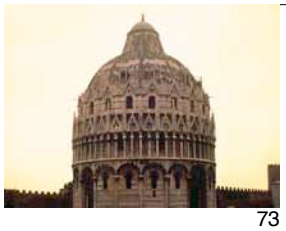

73

এই ক্যাথিড্রাল এবং হেলানো চূড়ায় একটি বাপ্তিস্ম স্থান রয়েছে, যার চারি পার্শে দালান রয়েছে।

74

এ জলাশয়টি প্রায় ২০ ফুট দৈর্ঘ্য ও লম্বা এবং ৪ ফুট গভীর যা চতুর্দ্বশ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। খ্রীষ্টের স্বর্গারোহনের তেরশত বৎসর পরও জলে নিমজ্জন করে বাপ্তিস্ম দেবার রীতি ছিল!

75

ইউরোপে এরূপ কয় এক ডজন ক্যাথিড্রাল রয়েছে যেখানে বাপ্তিস্ম দেবার জন্য জলাধার পুকুর রয়েছে।শুধু মাত্র ইটালিতে পাওয়া যায় ছিশত্রি টি যে গুলির নির্মান তারিখ হচ্ছে চতুর্থ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে।

76

কিন্তু, বাপ্তিস্ম প্রথাটি কত গুরুত্বপূর্ণ?

77

বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা কী সত্যিই আবশ্যক?

78

(পদঃ যোহন ৩ঃ৫)
"যীশু উত্তর করিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদের বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে,

79

তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। যোহন ৩ঃ৫

80

যীশু জল থেকে জন্ম গ্রহণ করা কে বাপ্তিস্মের কথাই বুঝাতে চেয়েছেন এবং এটি স্বর্গে প্রবেশের জন্য আবশ্যক বলেছেন।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

81

খ্রীষ্ট তাঁর পবিত্র উক্তিটি শুধু একবার করেননি।
লক্ষ্য করুন, একই বিষয় তিনি মার্ক ১৬ঃ১৬ পদে বলেছেনঃ

82

(পদঃ মার্ক ১৬ঃ১৬)
"যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে।"
মার্ক ১৬ঃ১৬
বাইবেল অনুসারে বাপ্তিস্ম গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ হ'ল বিশ্বাস করা যে, যীশু খ্রীষ্ট আপনার পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তিনি আপনার পরিত্রাণকর্ত্তা ও প্রভু।

83

ফিলিপ ইথিয়পীয় ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার সময় খ্রীষ্টের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসের প্রতি জোর দিয়েছিলেন।যখন ইথিয়পীয় ব্যক্তি বলেছিলেন যে, তিনি বাপ্তিস্ম নিতে পারেন কিনা, ফিলিপ বলেছিলেন,

84

(পদঃ প্রেরিত ৮ঃ৩৭)
"আপনি যদি হৃদয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন।"

85

(পদঃ মথি ২৮ঃ১৯)
যীশু তাঁর শিষ্যদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ দিয়েছেনঃ "তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত কর।"
মথি ২৮ঃ১৯।
বাপ্তিস্মের পূর্বে শিক্ষা দিতে হবে।

86

(পদঃ মথি ২৮ঃ২০)
যীশু বলেছেন, বাপ্তিস্ম প্রার্থীদের শিক্ষা দিতে হবে" . . . যাহা কিছু আমি আদেশ করিয়াছি উহা পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দাও।"
মথি ২৮ঃ২০।

87

অন্য কথায়, একজন ব্যাক্তিকে এ পবিত্র নিয়ম বাপ্তিস্মের জন্য প্রস্তুতি নিতে যীশুর শিক্ষা বুঝতে হবে এবং গ্রহন করতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র ধর্ম শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়।

88

(পদঃ মথি ২৮ঃ১৯)
"অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর।" মথি ২৮ঃ১৯।

খ্রীষ্টের প্রতি এক জনের জীবনকে নিবেদিত করতে হবে। যখন এক জন ব্যক্তি যীশুতে একত্রিত হয়, সে সাধারণভাবেই খ্রীষ্টের পথে জীবন যাপন শুরু করে।
সে এমন কিছু করতে চায় না যাতে যীশু সম্মতি দিবেন না!

89

তৃতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে অনুতাপ।

90

(পদঃ প্রেরিত ৩ঃ১৯)"অতএব তোমরা মন ফিরাও, ও ফির, যেন তোমাদের পাপ মুছিয়া ফেলা হয়।" প্রেরিত ৩ঃ১৯ মন পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে এক জনের পাপের জন্য গভীর ভাবে দুঃখ প্রকাশ এবং তা থেকে বিরত থাকা।

91

এটি শুধু একটি হৃদয় থেকে আসতে পারে যে হৃদয়টি কালভেরীতে ছিল--যে হৃদয় পাপের থেকে আমাদের মুক্তির জন্য ক্রুশীয় ত্যাগস্বীকারের দ্বারা স্পর্শীত ও কোমল হয়েছে।

92

আসুন আমরা বাপ্তিস্মের প্রস্তুতির জন্য ধাপ গুলি পুনর্আলোচনা করিঃ

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

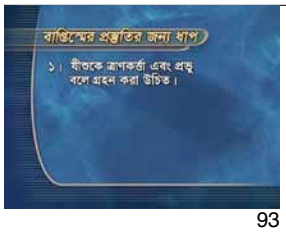

93

১। বাপ্তিস্মের পূর্বে একজন ব্যক্তির, যীশুকে ত্রাণকর্ত্তা এবং প্রভু বলে গ্রহন করা উচিত।

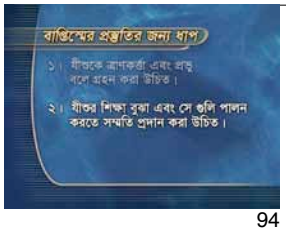

94

২। বাপ্তিস্মের পূর্বে, এক জন ব্যক্তির যীশুর শিক্ষা বুঝা এবং সে গুলি পালন করতে সম্মতি প্রদান করা উচিত।

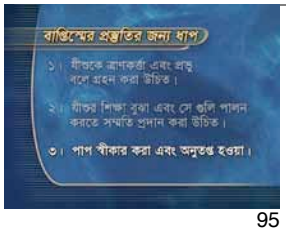

95

৩। তার উচিত পাপ স্বীকার করা এবং অনুতপ্ত হওয়া।

96

হয়তো বা জীবনের কোন এক সময় চিন্তা করেছেন, যদি জীবনটাকে আরো সুন্দর করা যেত, কিন্তু আপনি জানতেন না কি করে সম্ভব।

বাপ্তিস্মের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহনের এ তিনটি ধাপ অনুসরণের দ্বারা, আপনি সত্যই ভিতরে ও বাইরে একজন নূতন মানুষ হতে পারেন। ঈশ্বরের শক্তিতে আপনি পরিবর্ত্তিত, পুনর্জন্ম গ্রহন এবং নূতন মানুষ হতে পারেন।

97

অনেক সময় লোকেরা জিজ্ঞেস করে, "আমি যখন বাপ্তিস্ম গ্রহন করি তখন কি মণ্ডলীর অংশ হই? অথবা আমি শুধু যীশুতে বাপ্তিস্ম গ্রহন করি?

বাইবেল শিক্ষা দেয়, আমরা খ্রীষ্টে যখন বাপ্তিস্ম গ্রহন করি তখন খ্রীষ্টের শরীরের, মণ্ডলীর অংশ হই।

পঞ্চসপ্তমির দিনে জনতা যখন বাপ্তিস্ম গ্রহন করেছিল, বাইবেল ঘোষণা দেয়,

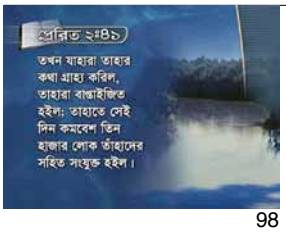

98

(পদঃ প্রেরিত ২ঃ৪১, ৪২)
"তখন যাহারা তাহার কথা গ্রাহ্য করিল, তাহারা বাপ্তাইজিত হইল; তাহাতে সেই দিন কমবেশ তিন হাজার লোক তাঁহাদের সহিত সংযুক্ত হইল।

99

আর তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়

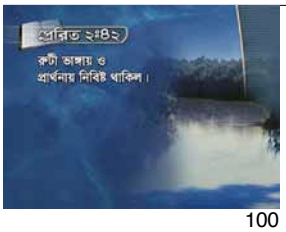

100

রুটী ভাঙ্গায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল।
(প্রেরিত ২ঃ৪১, ৪২)
পদটি বুঝতে সরল। আমরা যখন বাপ্তাইজিত হই তখন আমরা আধ্যাতিক অনাথ হইনা। আমরা একাকি থাকি না।
প্রেরিত পুস্তকে যে সব লোকেরা বাপ্তাইজিত হয়েছিল, "তারা প্রেরিতের শিক্ষা এবং সহভাগিতায় অবস্থিতি করছিল।
তারা ঈশ্বরের বাইবেল বিশ্বাসী মণ্ডলীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

101

(পদঃ ১করিন্থীয় ১২ঃ১৩)
১ করিন্থীয় ১২ঃ১৩ পদ বলে, "সকলেই একদেহ হইবার জন্য একই আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি..." ২৮ পদ পরিস্কার ভাবে বলে সে দেহ হচ্ছে মণ্ডলী।
যখন নারী ও পুরুষেরা যীশুকে গ্রহন করে এবং তাদের জীবনে তাকে অনুসরণ করতে অঙ্গিকারবদ্ধ হয়, তখন তারা বিশ্বাসীরূপে উপাসনা করতে বাসনা করে। তাদের হৃদয়ে
অন্তরজ্বালা হয় যেন খ্রীষ্টের আজ্ঞা পালনকারী মণ্ডলীর অংশ হতে পারে।

102

সে জন্য যীশু মথি ২৮ঃ১৯,২০, পদে বলেছেনঃ
"অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর, পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর;

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

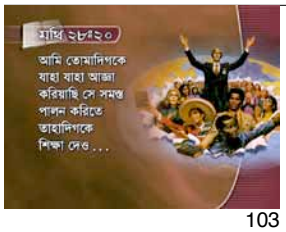

103

আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও . . .” ।

104

আজ রাতে যীশু, আপনার জীবন তাঁর কাছে সমর্পন করতে অহব্বান করছেন। তিনি আপনাকে তাঁর বাইবেল-বিশ্বাসী, আজ্ঞা পালনকারী লোকদের অংশ হতে আহব্বান করছেন।প্রেরিত পৌলকে যে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সেই একই ভাবে তিনি আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

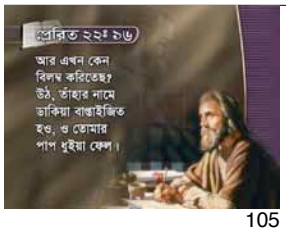

105

(পদঃ প্রেরিত ২২ঃ ১৬)
“আর এখন কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠ, তাঁহার নামে ডাকিয়া বাপ্তাইজিত হও, ও তোমার পাপ ধুইয়া ফেল।” প্রেরিত ২২ঃ১৬।

106

এক রাত্রে নীকদীম নামে এক ব্যক্তি যীশুর কাছে এসেছিল, সে চায়নি যে তার বন্ধুরা জানুক যে সে যীশুতে আগ্রহী।

107

(পদঃ যোহন ৩ঃ২)সে যীশুকে এ বলে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল, “রব্বি, আমরা জানি, আপনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আগত গুরু,

108

কেননা আপনি এই যে সকল চিহ্ন কার্য্য সাধন করিতেছেন, ঈশ্বর সহবর্ত্তী না থাকিলে এ সকল কেহ করিতে পারে না।”
যোহন ৩ঃ২
যীশু তাঁর হৃদয় বুঝতে পেরেছিলেন, সুতরাং তিনি নীকদীমকে তার প্রয়োজন সমন্ধে সরাসরি বলেছিলেন।

109

(পদঃ যোহন ৩ঃ৩)“যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, সত্য সত্য,

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

110

আমি তোমাকে বলিতেছি, নূতন জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না।"যোহন ৩ঃ৩।

111

(পদঃ যোহন ৩ঃ৪)নীকদীম হতবুদ্ধি হয়ে গেল এবং যীশুকে জিজ্ঞেস করল, "মানুষ বৃদ্ধ হইলে কেমন করিয়া তাহার জন্ম হইতে পারে?

112

সে কি দ্বিতীয় বার মাতার গর্ভে প্রবেশ করিয়া জন্মিতে পারে? যোহন ৩ঃ৪।

113

(পদঃ যোহন ৩ঃ৫)
তার পর যীশু বললেন যে, তিনি, আধ্যাতিক পুনর্জন্মের কথা বলেছেন, "সত্য, সত্য আমি তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে,

114

তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।" যোহন ৩ঃ৫।এখানে যীশু আধ্যাতিক পুনর্জন্মের কথা বলছেন যা বাপ্তিস্ম দ্বারা স্বাক্ষ প্রাপ্ত। অর্থ্যৎ, একজন্য ব্যক্তি বাপ্তিস্মের জলে ধুয়ে পরিস্কার হয়ে যাবে।

115

নিঃসন্দেহে নীকদীম, এক গর্বিত ফরিসী যে আশা করেছিল প্রকৃতিগত জন্মের দ্বারাই নিবেদীত যিহুদী হিসাবে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে।

116

যাই হোক, যীশু পরিস্কার করেদিয়েছেন যে, পবিত্র আত্মার শক্তি যা বাপ্তিস্মের দ্বারা প্রকাশিত হয় তার মাধ্যমে জীবন রূপান্তরীত না হলে অসমাপ্ত থেকে যাবে।

117

এভাবেই একজন ব্যাক্তি বলি গ্রহনের সিলমোহর করে থাকে যা পিতা দিয়েছেন এবং পুত্র সম্পাদন করেছেন।

118

এটি হচ্ছে খ্রীষ্টিয় জীবনের শুরু।

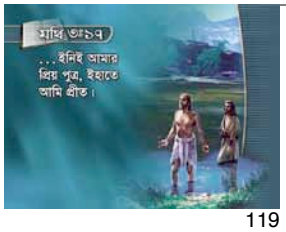

119

(পদঃ মথি ৩ঃ১৭)
খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের সময় ঈশ্বরের স্বর শুনা গিয়েছিল,
"... ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতে আমি প্রীত।"

120

এ সেই সময়, যখন পবিত্র আত্মা কপতের ন্যায় যীশুকে অভিষিক্ত করেছিল, যখন তিনি অভিষিক্ত ব্যক্তি বা মোশিহ্ অথবা খ্রীষ্ট হয়েছেন।

121

এটি ছিল যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ্যে কাজের শুরু। আর একইরূপ বাপ্তিস্মের দ্বারা বিশ্বাসীদের খ্রীষ্টতে নূতন জীবনের আরম্ভ নির্দেশ করে যেমন ত্রাণকর্ত্তার জীবনেও হয়েছিল।
এই ঘটনা বিশ্বাসীবর্গের প্রকাশ্যে স্বাক্ষ্য বহন সুচনা করে যে, সে বাপ্তিইজিত হয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, সে খ্রীষ্টকে পরিধান করেছে।

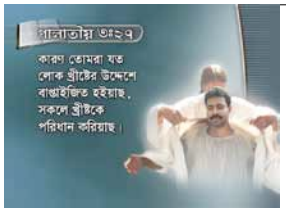

122

(পদঃ গালাতীয় ৩ঃ২৭)গালাতীয় ৩ঃ২৭ বলে, "কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ।"

123

(ভিডিওঃ ১০ সেকেণ্ড) বাপ্তিস্ম, যে ব্যক্তি খ্রীষ্টকে তার নৈবেদ্য, যজ্ঞ রূপে গ্রহন করেছে, সে খ্রীষ্টের যজ্ঞের মহান তিনটি ঘটনার প্রতি বিশ্বাস প্রদর্শন করে।

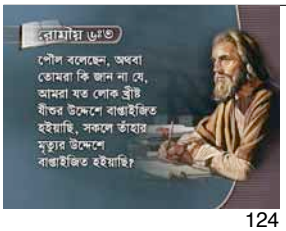

124

(পদঃ রোমীয় ৬ঃ৩,৪)
পৌল বলেছেন, "অথবা তোমরা কি জান না যে, আমরা যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি?"

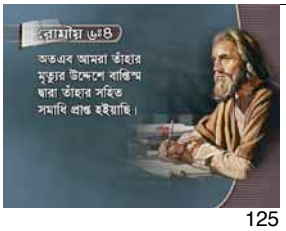

125

তার পরের ধাপ যা খ্রীষ্টিয়ানগণ বাপ্তিস্মের মাধ্যমে করে থাকে। "অতএব আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছি।" পদ-৪কিন্তু বিশ্বাসের কার্যে এর তৃতীয় অংশ আছে।

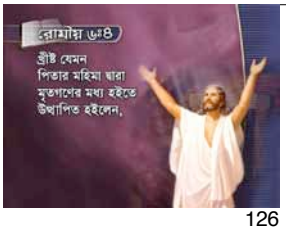

126

(পদঃ রোমিয় ৬ঃ৪)"খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন,

127

তেমনি আমরাও জীবনের নূতনতায় চলি" পদ - ৪এখানে বলা হয়েছে, মানুষ বাপ্তাজিত হয়ে আত্মায় এবং জলে জন্ম গ্রহন করে।

128

আমরা জনসম্মুখে যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু, সমাধি এবং পুনুরুত্থানে বিশ্বাস প্রকাশ করে থাকি।

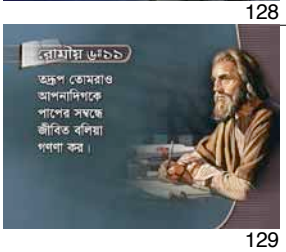

129

(পদঃ রোমীয় ৬ঃ১১)
পৌল আমাদের বলেন, "তদ্রূপ তোমরাও আপনাদিগকে পাপের সম্বন্ধে জীবিত বলিয়া গণণা কর।"
এখন কি বুঝতে পারছেন, খ্রীষ্টিয় জীবনে এটি এতো সুন্দর একটি বিষয় কেন?

130

এটি হচ্ছে দম্পত্তির বিবাহ অনুষ্ঠানের মত। এ হচ্ছে জন সাধারণের সম্মুখে স্বাক্ষ্য দানের একটি সুযোগ যে, তারা সারা জীবন এক সঙ্গে বসবাস করবে।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

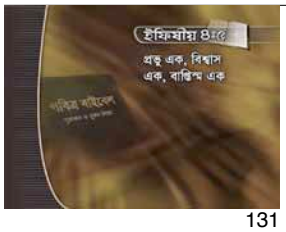

131

(পদঃ ইফিষীয় ৪ঃ৫)
বাইবেল আমাদের বলে যে, “প্রভু এক বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক” ইফিষীয় ৪ঃ৫।
তথাপি, মণ্ডলীতে মনে হয় নানা ধরণের বাপ্তিস্ম পন্থা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

132

কেউ কেউ জল ছিটায়, কেউ কেউ জল ঢালে, এবং কেউ কেউ জলে নিমজ্জিত করে। যেখানে বাপ্তিস্ম প্রদানের নানা পন্থা রয়েছে এবং কোনটি সঠিক সে বিষয় মতবিরোধ আছে, সে ক্ষেত্রে এটি এক হয় কি ভাবে?

133

আমাদের শুধু জিজ্ঞেস করতে হবে, “যীশু কি করেছিলেন?”

134

আমরা বাইবেলে পাই, যোহন যর্দন নদীতে বাপ্তিস্ম দান করতেন। যীশু যখন বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন, তিনি, “জল হইতে উঠিয়া আসিলেন” তিনি নিমজ্জিত হয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহন করেছিলেন।

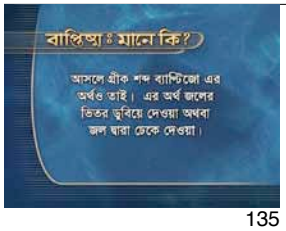

135

আসলে গ্রীক শব্দ ব্যাপ্টিজো এর অর্থও তাই। এর অর্থ জলের ভিতর ডুবিয়ে দেওয়া অথবা জল দ্বারা ঢেকে দেওয়া।আর এটিই হচ্ছে বাপ্তিস্ম প্রদানের একমাত্র নিয়ম যা খ্রীষ্টের মৃত্যু, সমাধি এবং পুনুরুত্থানকে নির্দেশ করে।

136

এক সময় পৌল এবং তার সহকর্মী সাইলাস একজন মাকিদনীয়ের নিমন্ত্রণে ফিলিপীয় শহরে যান, যাকে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন।

137

পৌল এবং সাইলাস তাদের প্রচারের দ্বারা ফিলিপীয় লোকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

138

আবস্থা এমন হয়েছিল যে, জনতা এদের আক্রমন করেছিল এবং তাদের জীবন বিপদগ্রস্ত হয়েছিল। ক্ষুব্ধ জনতা তাদের দু'জনের কাপড় ছিড়ে ফেলেছিল এবং কত্তৃপক্ষ তাদের প্রহার করেছিল।

139

তাদের কারাগারে পাঠান হয়েছিল, কারা রক্ষককে তাদের কঠোর কারাকক্ষের মধ্যে রাখার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যেন তারা পালাতে না পারে।

140

রাত্রে পৌল এবং সাইলস প্রার্থনা ও গান গাইতেছিলেন। হঠাৎ ভূমিকম্পে কারাগারের প্রাচীর ভেঙ্গে গেল এবং দরজা খুলে গেল এবং প্রত্যেকের শীকল উম্মুক্ত হয়েগেল।

কারারক্ষক দৌড়ে এলো, দেখল দরজা খোলা, মনে করেছিল সব কারাবন্দিরা পালিয়েছে।

141

সে আত্ম হত্যা করার জন্য তার খর্গ নিল - সে নিশ্চিত ছিল যে, কারাবন্দিদের পলায়নের অপরাধে তার মৃত্যু অনিবার্য।

142

(পদঃ প্রেরিত ১৬ঃ২৮)

কিন্তু পৌল উচ্চরবে ডাকিয়া কহিলেন, "ওহে, আপনার হিংসা করিও না, কেননা আমরা সকলেই এই স্থানে আছি।" প্রেরিত ১৬ঃ২৮

143

বেচারা জেল রক্ষক বিস্মিত হয়েগেল! এই লোকেরা, পৌল ও সাইলাস কারারক্ষকের কাছে দুঃখ, কষ্ঠ ভোগ করেছেন, তথাপি তারা তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ নিতে চাননি।

কারারক্ষক জানত তারা ছিল নির্দোষ ব্যক্তি। সে দৌড়ে গিয়ে আলো নিয়ে এল এবং তাদের কাছে গিয়ে তাদের পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

144

(পদঃ প্রেরিত ১৬ঃ৩০, ৩১)"আর তাঁহাদিগকে বাহিরে আনিয়া বলিল মহাশয়েরা, পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?

145

তাহারা কহিলেন, তুমি ও তোমার পরিবার প্রভু যীশুতে বিশ্বাস কর, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবে।

146

কারারক্ষক পৌল ও সাইলাসকে তার ঘরে নিয়ে গেল এবং তাদের পায়ের এবং পিঠের ক্ষত ধুয়ে দিল।

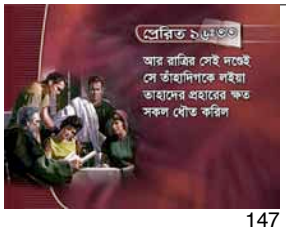

147

(পদঃ প্রেরিত ১৬ঃ৩৩)"আর রাত্রির সেই দণ্ডেই সে তাঁহাদিগকে লইয়া তাহাদের প্রহারের ক্ষত সকল ধৌত করিল

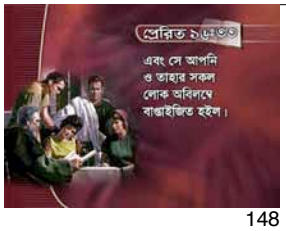

148

এবং সে আপনি ও তাহার সকল লোক অবিলম্বে বাপ্তাইজিত হইল।প্রেরিদ ১৬ঃ৩৩।

149

বন্ধুগণ, পূর্ব্বে যদি আপনারা বাপ্তিস্মের অর্থ এবং তাৎপর্য্য না বুঝে থাকেন অথবা নিমজ্জিত হয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহনের পবিত্র বিধান যা যীশু দিয়েছেন তা অনুসরণ করার সুযোগ না হয়ে থাকে তবে সেই একই প্রশ্ন ও নিমন্ত্রণ অপনাকেও করা হচ্ছে যা অননীয় শৌলকে করছিলেনঃ-

150

(পদঃ প্রেরিত ২২ঃ ১৬)
"আর এখন কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠ, তাঁহার নামে ডাকিয়া বাপ্তাইজিত হও, ও তোমার পাপ ধুইয়া ফেল।"
প্রেরিত ২২ঃ১৬।

১৬। নূতন ভাবে শুরু করুন

151

যীশু যখন বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন, তখন স্বর্গ থেকে একটি বাণী বলেছিল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত।" আপনিও যখন বাপ্তিস্মের জলে নামবেন, আমাদের প্রভু আপনার হৃদয়ে বলবেন, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তুমি আমার প্রিয় কণ্যা; তোমাতে আমি প্রীত।"

জীবনের সবচেয়ে আনন্দ হ'লো এটি অবগত হওয়া যে ঈশ্বরকে আপনি সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন।

আপনি যখন বাপ্তাইজিত হন, তখন আপনার ভেতর পরম অনুভূতি হবে যে, আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে আছেন। আপনি ঈশ্বরের একজন সন্তান। এক অর্থে বলা যায় যে, বাপ্তিস্ম বিবাহের মতো বিবাহে পূর্বে বর ও কণ্যা একে অন্যকে ভালবাসে। বিবাহে এক জন পুরুষের মনে একজন নারীর জন্য অথবা একজন নারী একজন পুরুষের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে না।

বিবাহ হচ্ছে ভালবাসার স্বাক্ষ। বিবাহ হচ্ছে, জনসম্মুখে, বন্ধু বান্ধবী এবং পরিবারের সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

বাপ্তিস্ম সেরূপ। বাপ্তিস্ম আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম সৃষ্টি করে না।

আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহন করতে চাই, কারণ আমরা ইতোমধ্যে ঈশ্বরকে ভালবেসেছি।

বাপ্তিস্ম হয়েছে জন সাধারণ, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং মণ্ডলীর সম্মুখে স্বাক্ষদান যে, আমরা যীশু খ্রীষ্টতে গভীর প্রেমে আবদ্ধ।

আমরা যখন জনসম্মুখে স্বীকার করি, তখন নির্দেশ করে যে আমাদের অতিতের পাপ বাপ্তিস্মের জলে সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আমরা খ্রীষ্টে নূতন জীবন যাপন করার জন্য উঠেছি।

অতীত আর নেই, কবর প্রাপ্ত হয়েছে - আর কখনো আসবে না। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি আমাদের খ্রীষ্টিয়ান জীবন যাপনের জন্য পবিত্র আত্মার শক্তি দান করবেন।

কেউ কেউ, ইতস্ততঃ বোধ করে। তারা পিছে সরে যায়। তারা বিশ্বাস করে না যে, তারা প্রস্তুত।

বাপ্তিস্মের অর্থ এ নয় যে, আপনি নিষ্পাপ। এর অর্থ এই যে

আপনি সমর্পিত।

যীশু আজকে আপনাকে বাপ্তিস্মের জলে কবরপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করছেন। তিনি আপনাকে ক্ষমা করবেন, পুরাতন সব অপরাধ থেকে মুক্ত করবেন এবং পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে নূতন জীবন যাপন করার জন্য শক্তি দান করবেন।

আপনি কী এখনই যীশুর ডাকে হ্যাঁ বলবেন? আপনি যদি বাইবেল যে ভাবে বাপ্তিস্ম নিতে বলেছে, সে ভাবে যীশুকে অনুসরণ করতে চান, তবে, আমি চাই আপনি যেন সম্মুখে হেঁটে আসেন, কারণ- আপনার জন্য একটি বিশেষ প্রার্থনা করতে চাই।

আমি এ সময় সকলকে প্রার্থনার জন্য দাঁড়াতে আহ্বান জানাই। আমি প্রার্থনার পূর্বে যদি কেউ বলতে চান, হ্যাঁ যীশু, আমি বাপ্তাইজিত হতে চাই," তবে আপনারা হেঁটে আইল দিয়ে সম্মুখে আসতে পারেন এবং মাথা নত করুন, যেন আপনাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারি। দ্বিধা করবেন না, চলে আসুন, আসার এটাই ঠিক সময়, আসুন প্রার্থনা করি।